দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ : 28 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কর্মবিরতিতে অচল সরকারি কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বিসিএস ছাড়া 'ক্যাডার' মর্যাদা প্রদান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা। জাতীয়করণ ও বিসিএস দেওয়া শিক্ষকদের একই কাঠামোয় গণ্য না করে পৃথক রেখে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধানের আহ্বান জানান তারা।

এদিকে বিসিএস শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে দুই দিন ধরে অচল দেশের সরকারি কলেজগুলো।

কর্মবিরতির এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

কর্মবিরতিতে অচল সরকারি কলেজ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) দ্বিতীয় দিন গতকালও কলেজগুলোয় কোনো ক্লাস হয়নি। জাতীয়করণের জন্য ঘোষিত কলেজশিক্ষকদের ক্যাডারবহির্ভূত রেখে বিধিমালা জারির দাবিতে রবিবার দুই দিনের এ কর্মবিরতি শুরু করেন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। 'বিসিএস ছাড়া ক্যাডার সার্ভিস নয়' স্লোগান নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান থেকে শুরু করে সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের বিরত রেখেছেন তারা।

শিক্ষকদের এ দাবি প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, বিসিএস ক্যাডার শিক্ষকদের সঙ্গে বেসরকারি জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের 'ক্যাডার' মর্যাদা দেওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত। বিসিএস যারা দিয়ে একটি পদের জন্য মনোনীত হন, আর ভিন্ন একটি প্রক্রিয়ায় চাকরিতে প্রবেশ করেন– উভয়ই একই যোগ্যতাসম্পন্ন নন।

তিনি বলেন, জাতীয়করণ ও বিসিএস দেওয়া শিক্ষকদের একই কাঠামোয় গণ্য না করে পৃথক রেখে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে মন্ত্রণালয়কে। শিক্ষকদেরও দাবি আদায়ে একেবারে মাঠে নেমে আন্দোলন সংগ্রাম না করে সুশৃঙ্খলভাবে দাবির বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

এ শিক্ষাবিদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সাবেক চেয়ারম্যান ড. সাদত হুসাইন। তিনি বলেন, ক্যাডার সার্ভিসে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়, যে বাছাই প্রক্রিয়া– পরীক্ষা, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। আরেকজনকে এসব প্রক্রিয়া ছাড়াই সমকক্ষে প্রবেশ করানো যৌক্তিক হবে না।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে বিধির মাধ্যমে (২০০০ সালে) ক্যাডার মর্যাদা দিয়েছে, এর কোনো আইনি ভিত্তি নেই। কলেজ জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত সরকারের মহৎ উদ্যোগ– এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দায়িত্বশীলদের বিচক্ষণতার অভাবে এতদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের বীজ বপন করা হয়েছে। এতে জাতীয়করণ করা শিক্ষক আর বিসিএস দেওয়া শিক্ষকদের মধ্যে আজীবন দ্বন্দ্ব থাকবে। যারা বিসিএস দিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে প্রবেশ করবেন, তারা জাতীয়করণ করা কলেজে অন্যদের রোষানলে পড়বেন। সব সময়ে উভয় শিক্ষকদের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, যা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ওপরও প্রভাব পড়বে। পাশাপাশি এডুকেশন ক্যাডারে প্রবেশের আগ্রহ থাকবে না চাকরিপ্রার্থীদের।